DEC. 06 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ...

মানিকগঞ্জের কেজি স্কুলের হালচাল

রেজিস্ট্রেশন নেই, লেখাপড়ার নিম্নমান হাজারো শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

সিঙ্গাইর (মানিকগঞ্জ) থেকে সংবাদদাতা ॥ মানিকগঞ্জ জেলার ৭টি উপজেলার প্রতিটিতেই গড়ে উঠেছে ব্যক্তি মালিকাধীন বহু কিন্ডার গার্টেন। এ সমস্ত কিন্ডার গার্টেনে নিয়ম-কানুনের বিশেষ বালাই নেই। নেই এমনকি রেজিষ্ট্রেশন। শিক্ষায়তনগুলো নিছক ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কিন্ডারগার্টেনগুলোতে লেখাপড়ার মান একেবারেই নিম্ন হওয়ায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে অভিজ্ঞ মহলের আশঙ্কা। জেলার সদর থানাসহ অধিকাংশ স্থানের প্রি-ক্যাডেট বা কিন্ডার গার্টেনগুলোতে (১৪শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

মানিকগঞ্জের কেজি স্কুল

(৩য় পৃঃ পর)

প্লে থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করানো হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা নবম শ্রেণীতে উঠলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিম্নমানের হাইস্কুল থেকে রেজিষ্ট্রেশন করিয়ে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। বেশীর ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর যথোপযুক্ত মেধাগত ভিত্তি তৈরী না হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এসএসসি পরীক্ষার প্রাক্কালে তাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। থানা পর্যায়ের অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেনে ভাল শিক্ষকের দারুণ সংকট রয়েছে। সাধারণত কোনমতে এইচএসসি কিংবা স্নাতক পাস করা বেকাররা কোথাও ভাল চাকরি না পেয়ে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ নেয়।

কিন্ডার গার্টেনগুলো এলাকার পরিচিতি এবং আত্মীয়তার সূত্রে ছাত্র ভর্তি করে। অনেক অভিভাবকই যাতায়াতের ঝামেলামুক্ত হবার জন্য বাসার কাছাকাছি কিন্ডার গার্টেনে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করেন। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করলেও গবেষণাগারের উপকরণ নেই কোন কোন প্রতিষ্ঠানে। পাঠাগার, মিলনায়তন বা খেলার মাঠ নেই কোন কিন্ডার গার্টেনেই। তাছাড়া জাতীয় সঙ্গীত এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে কোন ধারণা দেয়া হয় না এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে।

কিন্ডারগার্টেনগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী কম থাকায় নিজেদের মধ্যে লেখাপড়ার কোন প্রতিযোগিতা থাকে না। তাই মেধা যাচাই করার কোন সুযোগও নেই। এ কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের বছর তারা দারুণ হতাশায় ভোগে।